স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অবরবদ্ধ, অবধারিত, আত্মদানকারী, নির্বিচারে, বরেণ্য, পাষণ্ড, মনস্বী, যশস্বী।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
অবরবদ্ধ	– শত্রব দিয়ে বেষ্টিত, বন্দি।
অবধারিত	– অনিবার্য, যা হবেই।
আত্মদানকারী	– নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যিনি।
নির্বিচারে	– কোনো রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়া।
বরেণ্য	– মান্য।
পাষণ্ড	– নির্দয়।
মনস্বী	– উদারমনা।
যশস্বী	– বিখ্যাত, কীর্তিমান।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অবরবদ্ধ	অবধারিত	আত্মদানকারী	বরণ্যে
নির্বিচারে	যশস্বী	পাষণ্ড	মনস্বী

ক. তারা বুঝতে পারে যে, তাদের পরাজয় ————।

খ. দেশের ভেতরে ———— জীবনযাপন করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লৰ লৰ মানুষ।

গ. পাকিস্তানিরা একে একে হত্যা করে এদেশের মেধাবী, আলোকিত ও ———— মানুষদের।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে শহিদরা মহান ———— হিসেবে চিরস্মরণীয়।

ঙ. পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা ———— হত্যা করে নিদ্রিত মানুষকে।

চ. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ছিলেন দর্শন শাস্ত্রের ———— শিৰক।

ছ. ———— কিছু লোকজন যোগ দেয় ওইসব বাহিনীতে।

জ. রাজাকার বাহিনী এদেশের অনেক ———— চিন্তাবিদদের হত্যা করে।

উত্তর : ক. অবধারিত; **খ.** অবরবদ্ধ; **গ.** বরেণ্য; **ঘ.** আত্মদানকারী; **ঙ.** নির্বিচারে; **চ.** যশস্বী; **ছ.** পাষণ্ড; **জ.** মনস্বী।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে কী করেছিল?

উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা এদেশে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। গভীর রাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষের ওপর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, ব্যারাকে ও নানা আবাসিক এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে মানুষ খুন করে ছিল হানাদাররা।

খ) রাজাকার আলবদর কারা? তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলি ও লিখি।

উত্তর : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নানা অপকর্মে সহযোগিতা করেছিল তারাই রাজাকার, আলবদর নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বরেণ্য ও মেধাবী ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য এই বাহিনীগুলো গড়ে তোলে পাকিস্তানিরা। ঘৃণ্য, অসাধু, লোভী কিছু মানুষ বাহিনীগুলোতে যোগ দিয়ে পাকিস্তানিদের সেই বিশেষ হত্যা পরিকল্পনা সফল করতে সাহায্য করে।

গ) কোন শহিদ বুদ্ধিজীবী প্রথম পাকিস্তানি গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান? তাঁর সম্পর্কে বলি ও লিখি।

উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে কুমিলৱার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮৫ বছর।

ঘ) শহিদ সাবের কে ছিলেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

উত্তর : শহিদ সাবের ছিলেন একজন লেখক ও সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ রাতে তিনি দেশের একটি প্রধান সংবাদপত্র 'দৈনিক সংবাদ'–এর অফিসে ঘুমিয়ে ছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা ঐ অফিসে আগুন লাগিয়ে দিলে আগুনে দগ্ধ হয়ে শহিদ হন শহিদ সাবের।

ঙ) রণদাপ্রসাদ সাহাকে কেন দানবীর বলা হয়?

উত্তর : দানশীলতার জন্য রণদাপ্রসাদ সাহাকে 'দানবীর' বলা হয়। এ দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

চ) দুজন শহিদ সাংবাদিকের নাম বলি ও তাঁরা কোথায় কীভাবে শহিদ হন সে সম্পর্কে লিখি।

উত্তর : ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ শহিদ হওয়া দুজন সাংবাদিকদের মাঝে ছিলেন শহিদ সাবের, মেহেরবন্নেসা প্রমুখ।

শহিদ সাবের ছিলেন মেধাবী লেখক ও সাংবাদিক। পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাতে পাকিস্তানি সেনারা আগুন দেয় দেশের অন্যতম একটি সংবাদপত্র 'দৈনিক

সংবাদ'-এর অফিসে। সেখানে ঘুমিয়ে ছিলেন শহিদ সাবের। আগুনে পুড়ে শহিদ হন তিনি। কবি–সাংবাদিক মেহেরবন্নেসাকেও অল্প বয়সেই প্রাণ দিতে হয় হানাদারদের আক্রমণে।

ছ) আমরা কীভাবে শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারি?

উত্তর : শহিদদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। তাঁরা দেশ ও মাতৃভাষার জন্য ত্যাগের মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই আমরা শহিদদের ঋণ শোধ করতে পারব।

জ) কোন দিনটিকে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়? কেন?

উত্তর : ১৪ই ডিসেম্বরকে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে পরাজয় অবধারিত বুঝতে পেরে এ দেশকে গভীরভাবে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয় পাকিস্তানিরা। এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে অপূরণীয় ক্ষতি করার পরিকল্পনা করে তারা। ১৪ই ডিসেম্বর রাজাকার, আলবদর, আল-শাম্‌স্‌ বাহিনীর সহায়তায় নানা পেশার অনেক যশস্বী ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। সেই শহিদদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি আমরা।

ঝ) আমরা কেন চিরদিন শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করব?

উত্তর : শহিদ বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশ ও মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তাঁরা। তাঁদের এ অবদান আমরা কোনো দিন ভুলব না।

৪. বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

বরণ করার যোগ্য	মেধাবী
মেধা আছে এমন যে জন	নিরহংকার
অহংকার নেই যার	বরেণ্য
বিচার–বিবেচনা ছাড়া যা	অপূরণীয়
কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন	নির্বিচার

উত্তর :
বরণ করার যোগ্য – বরেণ্য
মেধা আছে এমন যে জন – মেধাবী
অহংকার নেই যার – নিরহংকার
বিচার-বিবেচনা ছাড়া যা – নির্বিচার
কোনোভাবেই পূরণ করা যায় না এমন – অপূরণীয়

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. কোন তারিখে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?
১. ১৯৭১ সালের সাতাশে মার্চ
২. ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ ✓
৩. ১৯৭১ সালের ঊনত্রিশে মার্চ
৪. ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ

খ. প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর পালন করা হয়–
১. 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে
২. 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে
৩. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে ✓
৪. 'বিজয় দিবস' হিসেবে

গ. দেশ স্বাধীন হবার পর বুদ্ধিজীবীদের ক্ষত–বিক্ষত লাশ পাওয়া যায়–
১. মিরপুর ও রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে ✓
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
৩. ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে
৪. সংবাদপত্র অফিসে

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঘুমন্ত	জাগ্রত		স্বাধীন	পরাধীন
সাধু	অসাধু		লোভী	নির্লোভ
সরল	গরল			

ক. ———— অবস্থায় সংবাদ অফিসে শহিদ হন সেলিনা পারভীন।
খ. দেশ ———— হবার পরে অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়।
গ. এদেশের কৃষক ———— জীবন যাপন করে।
ঘ. বাংলাদেশে অনেক ———— সন্ন্যাসী বাস করে।
ঙ. আলবদর বাহিনীর লোকেরা ছিল অসাধু ও ————।

উত্তর : ক. ঘুমন্ত; খ. স্বাধীন; গ. সরল; ঘ. সাধু; ঙ. লোভী।

৭. 'শহিদ বুদ্ধিজীবী' সম্পর্কে আমার অনুভূতি লিখি।

উত্তর : শহিদ বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশ ও মাতৃভাষার জন্য তাঁরা ত্যাগের মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাঁদের এই আত্মত্যাগ আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে। আমি তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেকে যোগ্য একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

স্বদেশ

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, অর্থাৎ এদেশে সবখানেই নদী দেখা যায়। 'স্বদেশ' কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। একটি ছেলে সেই ছবি দেখছে ও তার মনের ভিতরে ধরে রাখছে। নদীর জোয়ার, নদীর তীরে নৌকা বেঁধে রাখা, গাছে গাছে পাখির কলকাকলি– সবই ছেলেটির মনে নিজের দেশের জন্য মায়া-মমতা ও ভালোবাসার অনুভূতি জোগাচ্ছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কড়ি, টুকটুক, শিল্পী, পাখপাখালি।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
কড়ি	– এক ধরনের ছোট্ট সাদা ঝিনুক।
টুকটুক	– গাঢ়, সুন্দর।
শিল্পী	– যিনি কোনো শিল্পকলার চর্চা করেন তিনিই শিল্পী– যেমন সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী।
পাখপাখালি	– নানা ধরনের পাখি।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

টুকটুকে	শিল্পী	পাখপাখালির	কড়ি

ক. এদেশে আগে এখনকার মতো টাকাপয়সা ছিল না। লোকে কেনা–বেচা করত ———— দিয়ে।

খ. মেলা থেকে বোনের জন্য ———— একটা জামা কিনে আনব।

গ. জয়নুল আবেদিন ছিলেন একজন বড় মাপের চিত্র ————।

ঘ. বাংলাদেশের গাছে গাছে শোনা যায় ———— কলকাকলি।

উত্তর : ক. কড়ি; **খ.** টুকটুকে; **গ.** শিল্পী; **ঘ.** পাখপাখালির।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) গ্রামবাংলার কোন ছবিটি আমাদের চেনা?

উত্তর : বাংলাদেশের সর্বত্রই নদী দেখা যায়। গ্রামবাংলার নদী, নদীর জোয়ার, ঘাটে বাঁধা সারি সারি নৌকা–এই সব মিলে যে ছবি সেটি আমাদের চেনা।

খ) কোন ছবিটি টাকা দিয়ে কেনা যায় না?

উত্তর : বাংলাদেশের ছবির মতো সৌন্দর্য টাকা দিয়ে কেনা যায় না। বাংলাদেশ শস্য–শ্যামল চির সবুজের দেশ। এদেশে আছে নদী, পাহাড়, সাগরের অপূর্ব সমাহার। গাছে গাছে পাখির কলতান। শান্ত-শ্যামল বাংলাদেশের এই ছবি টাকা-পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়।

গ) 'স্বদেশ' কবিতায় কী দেখে ছেলেটির দিন কেটে যায়?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষের জীবনযাত্রা দেখে ছেলেটির সারাটা দিন কাটে।

এ দেশে রয়েছে শস্য–শ্যামল মাঠের পর মাঠ। মাঠে মাঠে মানুষ কাজ করে। হাটের মানুষেরা হাটে যায়। এসব দেখেই ছেলেটির সারাদিন কেটে যায়।

ঘ) 'সব মিলে এক ছবি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশ ছবির মতো সুন্দর একটি দেশ– এ বিষয়টি বোঝাতেই কথাটি বলা হয়েছে।

সবুজ গাছপালা, নদী–নালা, পাহাড়, সমুদ্র সবকিছুর সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের এই দেশ। একেক ঋতুতে এ দেশের প্রকৃতির চেহারা হয় একেক রকমের। এ দেশে রয়েছে নানা ধরনের মানুষের বসতি। সবকিছু মিলে গোটা দেশটাই যেন হাজার রঙে আঁকা মনভোলানো এক ছবি।

৫. নিচের কথাগুলো বুঝে নিই।

ক) এমনি পাওয়া এই ছবিটি কড়িতে নয় কেনা।

– বাংলাদেশ চির সবুজের দেশ। সোনালি আঁশের দেশ। শস্য–শ্যামল বাংলাদেশের মাঠে মাঠে নানা ফসলের খেত। গাছে গাছে পাখি। এঁকেবেঁকে চলেছে অসংখ্য নদী। এর একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে সাগর। সব কিছুতেই প্রকৃতির এক অপরূ প ছোঁয়া। শিল্পী রং তুলি দিয়ে এ প্রকৃতিরই ছবি আঁকেন। কখনো কখনো তা বিক্রি হয়। অনেকে কিনে নেন। কিন্তু শান্ত–শ্যামল প্রকৃতির এই মন জুড়ানো ছবি টাকা–পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।

খ) মাঠের পরে মাঠ চলেছে নেই যেন এর শেষ

– সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। মাঠে মাঠে ফসলের খেত। বাতাস বয়ে যায় তার ওপর দিয়ে। মনে হয়, নদীর ঢেউ মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। অবারিত খোলা সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রাম, আবার মাঠ। গ্রাম মাঠের সাথে মিশে যায়। মনে হয় সবকিছু মাঠের উপাদান। মাঠের পর মাঠ চলে গেছে, কোথাও শেষ হচ্ছে না।

গ) 'এই যে ছবি এমন আঁকা ছবির মতো দেশ, দেশের মাটি দেশের মানুষ নানা রকম বেশ,

– নদী, নালা, পাহাড়, সমুদ্র সব মিলে এ দেশ একটি ছবির মতন। এর এক এক ঋতুর চেহারা এক এক রকম। সব সুন্দর। বিভিন্ন ধরনের মানুষের দেশ এটা। প্রকৃতি মাঝে মাঝে রং বদলায়। যেমন ছবিতে নানান রং ব্যবহার করা হয়। এদেশের মানুষজনও নানা রকমের বেশভূষা পরেন।

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. নদীর তীরে সারি সারি কী রাখা ছিল?

১. জেলেদের জাল ২. গাছের গুঁড়ি
৩. খড়ের গাদা ৪. নৌকা✓

খ. ছেলেটির সারাদিন কীভাবে কাটে?

১. খেলাধূলা করে
২. মাঠের মানুষ আর হাটের মানুষ দেখে✓
৩. পড়াশোনা করে
৪. বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে

গ. 'স্বদেশ' কবিতায় ছেলেটি কীভাবে তার ছবি আঁকে?

১. রং তুলি দিয়ে
২. রং তুলি ছাড়া
৩. নিজের মনের মধ্যে✓
৪. মা বাবার সহযোগিতা নিয়ে

গ. 'স্বদেশ' কবিতায় কবি বাংলাদেশের কোন ছবিটি তুলে ধরেছেন?

১. বাংলাদেশের শহরের মানুষের ছবি
২. নদীর পাড়ের জেলেদের ছবি
৩. বাংলাদেশের পাহাড়ি মানুষের ছবি
৪. বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি✓

ঙ. 'এই ছেলেটির মুখ সারাদেশের সব ছেলেদের মুখেতে টুকটুক'– কথাটি কী অর্থে বোঝানো হয়েছে?

১. ছেলেটির মুখের রং
২. ছেলেটির মুখের গড়ন
৩. ছেলেটির মুখের প্রতিচ্ছবি✓
৪. ছেলেটির মুখের কথা

৭. শূন্যস্থান পূরণ করি।

'এই যে ছবি ————
———— মতো দেশ,
———— দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান ————
সব মিলে এক ————,
নেই ———— নেই ————, তবুও
আঁকতে পারি সবই।

উত্তর :

'এই যে ছবি **এমন আঁকা**
ছবির মতো দেশ,
দেশের মাটি দেশের মানুষ
নানা রকম বেশ,
বাড়ি বাগান **পাখপাখালি**
সব মিলে এক **ছবি**,
নেই **তুলি** নেই **রঙ**, তবুও
আঁকতে পারি সবই।

৮. ডানদিক থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. একলা বসে আপন মনে বসে ————। পুকুর পাড়ে/ গাছের তলে/ নদীর ধারে।

খ. এমনি পাওয়া এই ছবিটি ———— নয় কেনা। টাকায়/ কড়িতে/ সোনায়।

গ. এক পাশে তার জারুল গাছে দুটি ————। হলুদ পাখি/ জারুল ফুল/ শালিক পাখি।

উত্তর : ক. নদীর ধারে; **খ.** কড়িতে; **গ.** হলুদ পাখি।

৯. কর্ম–অনুশীলন।

নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দেশ সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

আমাদের দেশের নাম, দেশের সীমারেখা ও আয়তন, রাজধানী, বিভাগীয় শহর, প্রধান প্রধান নদনদী, জনসংখ্যা ও ভাষা, জাতীয় প্রতীকসমূহ (ফুল, ফল, মাছ, পশু, পাখি), প্রকৃতি ও পরিবেশ।

উত্তর : 'প্রবন্ধ রচনা' অংশে দেখ।

কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আষ্টেপৃষ্ঠে, গর্দান, গর্জে ওঠা, স্বাদ, বিস্বাদ, পুঁটলি, ফরমাস, ঘোর, আঁস্তাকুড়, ফুরসত, টনটন, চিনচিন, মায়াবতী, কাঁকন, রৰী, রাজপ্রাসাদ, পরস্পর।

উত্তর :

শব্দ		অর্থ
আষ্টেপৃষ্ঠে	–	সর্বাঙ্গে, সারা শরীরে।
গর্দান	–	ঘাড়ের ওপর থেকে মাথা।
গর্জে ওঠা	–	হুংকার দিয়ে ওঠা।
স্বাদ	–	খেতে ভালো লাগে এমন।
বিস্বাদ	–	খেতে মজা নয় এমন।
পুঁটলি	–	বোঁচকা।
ফরমাস	–	হুকুম, আদেশ।
ঘোর	–	অত্যন্ত, অনেক বেশি, গভীর।
আঁস্তাকুড়	–	ময়লা, আবর্জনা ফেলার জায়গা।
ফুরসত	–	অবসর, অবকাশ, ছুটি।
টনটন	–	যন্ত্রণা বোঝায় এমন অনুভূতি।
চিনচিন	–	অল্প অল্প ব্যথা বা জ্বালা বোঝায় এমন শব্দ।
মায়াবতী	–	দয়া, মমতা আছে যে নারীর।
কাঁকন	–	হাতে পরার গহনা।
রৰী	–	প্রহরী, সেনা।
রাজপ্রাসাদ	–	রাজপুরী বা রাজবাড়ি।
পরস্পর	–	একের সঙ্গে অন্যের।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরস্পরের	বিস্বাদ	আষ্টেপৃষ্ঠে
পুঁটলিটি	ফুরসত	টনটন

ক. তার হাতের রান্না এমন ———— যে মুখেই তোলা যায় না।

খ. বৃদ্ধ লোকটি তার ———— সযত্নে একপাশে রেখে দিল।

গ. লোকটির কাজের চাপ এত বেশি যে দম ফেলার ———— নেই।

ঘ. তার সমস্ত শরীর ব্যথায় ———— করছে।

ঙ. তারা দুজন ———— বন্ধু।

চ. গ্রামের মায়া ছেলেটিকে ———— বেঁধে রেখেছে।

উত্তর : ক. বিস্বাদ; **খ.** পুঁটলিটি; **গ.** ফুরসত; **ঘ.** টনটন; **ঙ.** পরস্পরের; **চ.** আষ্টেপৃষ্ঠে।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) রাজপুত্র কোথায় বসে রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনত?

উত্তর : রাজপুত্র গাছতলায় বসে রাখালবন্ধুর বাঁশি শুনত।

খ) রাজপুত্র রাখালবন্ধুর কথা ভুলে যায় কেন?

উত্তর : রাজপুত্র একসময় রাজা হয়। লোকলস্কর আর সৈন্য সামন্তে তার রাজপুরী গমগম করে। রাজপুরী আলো করে থাকে রানি কাঞ্চনমালা। চারদিকে সুখ আর সুখ। এমন সুখের মাঝে, রাখালবন্ধুর কথা আর মনে থাকে না রাজার।

গ) রাজা কেন মনে করলেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণেই তাঁর এই দশা?

উত্তর : ছোটবেলায় রাখালবন্ধুর কাছে রাজা একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তা হলো, রাজা হলে তিনি রাখালবন্ধুকে তাঁর মন্ত্রী বানাবেন। কিন্তু রাজা হওয়ার পর তিনি বন্ধুকে ভুলে যান। হঠাৎ একদিন রাজা ঘুম ভেঙে দেখেন তাঁর সারা শরীরে সুচ বেঁধা। রাজা বোঝেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন বলেই তাঁর এই দশা। কথা দিয়ে কথা না রাখলে এভাবেই কষ্ট পেতে হয়।

ঘ) তোমার মা বাড়িতে কী ধরনের পিঠা বানায় লেখ।

উত্তর : আমার মা বাড়িতে নানা রকম মজার পিঠা বানায়। যেমন– পুলি পিঠা, ভাপা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, চিতই পিঠা, সেমাই পিঠা ইত্যাদি।

ঙ) অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রৰার জন্য এগিয়ে না এলে কী হতো?

উত্তর : অচেনা লোকটি রাজার প্রাণ রৰার জন্য এগিয়ে না এলে রাজার মহাবিপদ হতো। রাজাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হতো। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে একসময় মারা যেতেন। নকল রানি কাঁকনমালার অত্যাচার আরও বাড়ত। কাঞ্চনমালার দুঃখের সীমা থাকত না।

চ) তুমি কি মনে কর অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রৰা পেল?

উত্তর : অচেনা লোকটিই মন্ত্র বলে রাজার শরীর থেকে সব সুচ খুলে নেয়। শুধু তাই নয়, নকল রানিকেও মন্ত্রের মাধ্যমে কঠিন সাজা দেয়। সে সাহায্য না করলে রাজা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ হারাত। তাই আমি মনে করি, অচেনা লোকটির কারণেই রাজার প্রাণ রৰা পেয়েছে।

ছ) গল্পটা তোমার কেমন লেগেছে? কেন এমন লেগেছে?

উত্তর : গল্পটা আমার খুব ভালো লেগেছে। রূপকথার গল্প পড়তে বা শুনতে আমার সবসময়ই ভালো লাগে। পাশাপাশি গল্পটি থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা, কথা দিয়ে কথা না রাখার পরিণাম, প্রতারণা ও অহংকার করার পরিণাম ইত্যাদি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। তাই সব মিলিয়ে গল্পটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

জ) কীভাবে লোকেরা নকল রানিকে বুঝে ফেলল?

উত্তর : নকল রানি আর আসল রানির গুণের পার্থক্য দেখেই লোকেরা নকল রানিকে চিনে ফেলল।

নকল রানি যে পিঠা বানিয়েছিল তা মুখেই দেওয়া যায় না। আসল রানির পিঠা মুখে দেওয়ামাত্রই সবার মন ভরে যায়। নকল রানির আঁকা আল্পনা দেখতে হয় খুবই অসুন্দর। অন্যদিকে আসল রানি আল্পনায় আঁকেন সুন্দর সুন্দর নকশা। এসব দেখেই সবাই বুঝে গেল কে আসল রানি, আর কে দাসী।

ঝ) রাজা কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন?

উত্তর : রাজা রাখালবন্ধুকে মন্ত্রী বানিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন।

ঞ) কাঞ্চনমালা এবং কাঁকনমালা চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর : কাঞ্চনমালা এবং কাঁকনমালা চরিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো।

কাঞ্চনমালা	কাঁকনমালা
কাঞ্চনমালা হলো রাজ্যের আসল রানি।	কাঁকনমালা হলো নকল রানি। আসলে সে একজন দাসী।
কাঞ্চনমালা দয়ালু, মমতাময়ী।	কাঁকনমালা অহংকারী, নিষ্ঠুর।
কাঞ্চনমালার অনেক গুণ আছে। সে অনেক সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারে।	কাঁকনমালার কোনো গুণ নেই। তার তৈরি করা কিছুই ভালো হয় না।

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কান্না	হাসি		চেনা	অচেনা
ভালো	মন্দ		বড়	ছোট
আলো	অন্ধকার			

ক. সন্তানের মৃত্যুতে তিনি ———— ধরে রাখতে পারলেন না।

খ. ———— লোকটির ফাঁদে পা দিয়ে সে তার সবকিছু হারিয়েছে।

গ. রাসেল বয়সে ———— হলেও সংসারের অনেক কাজে মাকে সাহায্য করে।

ঘ. লোকটিকে আমি কোথায় যেন দেখেছি, খুব ———— মনে হচ্ছে।

ঙ. বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় চারিদিকে ———— নেমে এলো।

উত্তর : ক. কান্না; **খ.** মন্দ; **গ.** ছোট; **ঘ.** চেনা; **ঙ.** অন্ধকার।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

নিঝুম, সুখ, রাজপুত্র, প্রতিজ্ঞা, টনটন, ময়ূর, পদ্মলতা, চিনচিন, ঝলমল, বাঁশি, রাজ্য।

উত্তর :

মূল শব্দ		বাক্য
নিঝুম	–	নিঝুম রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল।
সুখ	–	রাজার মনে সুখ ছিল না।
রাজপুত্র	–	রাজপুত্র রাজ্য জয়ে বের হলেন।
প্রতিজ্ঞা	–	নোভা মন দিয়ে লেখাপড়া করার প্রতিজ্ঞা করেছে।
টনটন	–	কাঁধটা ব্যথায় টনটন করছে।
ময়ূর	–	সাদা ময়ূর দেখতে খুবই সুন্দর।
পদ্মলতা	–	খালটি পদ্মলতায় ভরে গিয়েছে।
চিনচিন	–	পেটে চিনচিন ব্যথা অনুভব করছি।
ঝলমল	–	বিয়ে বাড়িটা আলোতে ঝলমল করছে।
বাঁশি	–	রাখাল গাছের ছায়ায় বাঁশি বাজায়।
রাজ্য	–	রাজ্যজুড়ে খুশির ঢেউ বয়ে গেল।

৬. নিচের বাক্যাংশ ও বাক্যগুলো পড়ি।

ব্যথায় টনটন করা – খুব ব্যথা করা। সুচবেঁধা রাজার শরীর ব্যথায় টনটন করত দিনরাত।

খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠা – মন আনন্দে ভরে ওঠা। রাখালবন্ধুর বাঁশির সুর শুনে রাজপুত্রের মন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠত।

৭. গল্পে 'টনটন', 'থমথম' এরকম শব্দ আছে। এই ধরনের আরও কয়েকটি শব্দের ব্যবহার শিখি (এখানে একটি দেখানো হলো)।

ভনভন – চারিদিকে মাছি ভনভন করছে।

টনটন – .....

থৈথৈ – .....

রইরই – .....

কনকন – .....

ঝনঝন – .....

উত্তর :

ভনভন – চারিদিকে মাছি ভনভন করছে।

টনটন – ফোঁড়াটা ব্যথায় টনটন করছে।

থৈথৈ – মাঠঘাট পানিতে থৈথৈ করছে।

রইরই – ক্রিকেটারদের সাফল্যে দেশজুড়ে রইরই পড়ে গেল।

কনকন – কনকনে শীতে বাইরে বের হওয়া দায়।

ঝনঝন – পেরটটি মাটিতে পড়ে ঝনঝন শব্দ হলো।

৮. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

সুখ	.....	.....
মায়া	.....	.....
স্বাদ	.....	.....
কষ্ট	.....	.....
নকল	.....	.....
রানি	.....	.....
রাজপুত্র	.....	.....
অসুন্দর	.....	.....
খুশি	.....	.....

উত্তর :

সুখ	দুঃখ	বাবা–মায়ের মনে কখনোই দুঃখ দেওয়া উচিৎ নয়।
মায়া	নিষ্ঠুরতা	পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাব না।
স্বাদ	বিস্বাদ	লবণ না দেওয়ায় খাবারটি বিস্বাদ হয়েছে।
কষ্ট	আনন্দ	দাদুর গল্প শুনে খুব আনন্দ পেলাম।
নকল	আসল	আসল জিনিস দেখে কিনবে।
রানি	রাজা	রাজা সিংহাসনে বসেছেন।
রাজপুত্র	রাজকন্যা	রাজকন্যা রাজপুরী আলো করে থাকেন।
অসুন্দর	সুন্দর	গোলাপ খুব সুন্দর ফুল।
খুশি	অখুশি	ছেলের কথায় বাবা অখুশি হলেন।

৯. যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে পড়ি ও লিখি।

ব্ম – ব্রহ্মপুত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ক্ব – পরিপক্ব, ক্বচিৎ
ণ্ড – গণ্ডার, পাষণ্ড
ণ্ট – ঘণ্টা, কণ্টক
ঞ্চ – পঞ্চম, সঞ্চয়

অবাক জলপান

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. নাটিকাটির মূলভাব জেনে নিই।

সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' ছোট্ট একটি নাটিকা। এতে একটি গল্প বলা হয়েছে। তবে পথিক, ঝুড়িওয়ালা, বৃদ্ধ, খোকার মামা– এই চারজন লোকের কথোপকথন বা সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পটি বলা হয়েছে বলে এটি নাটিকা। ছোট্ট নাটককে নাটিকা বলে। 'অবাক জলপান' নাটিকার কাহিনি হচ্ছে– ভীষণ তৃষ্ণার্ত একটি লোক পানির তেষ্টায় নানান জনের কাছে গিয়ে জল চাইছে, কিন্তু কেউ তাকে দিচ্ছে না। বরং তার কথা বলার মধ্যে নানারকম খুঁত ধরছে। শেষ পর্যন্ত বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে ফন্দি এঁটে এক বিজ্ঞানীর নিকট থেকে সে জল আদায় করল। এটি একটি হাসির গল্প।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গেরস্ত, বরকন্দাজ, তেষ্টা, খাটিয়া, এক্সপেরিমেন্ট, রবৰমূর্তি।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
গেরস্ত	– গৃহস্থ, সংসারী লোক।
বরকন্দাজ	– পাহারাদার।
তেষ্টা	– তৃষ্ণা, পিপাসা।
খাটিয়া	– কাঠের তৈরি খাট।
এক্সপেরিমেন্ট	– পরীৰা–নিরীৰা।
রবৰমূর্তি	– দেখে ভয় লাগে এরকম শুকনো চেহারা।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গেরস্ত	বরকন্দাজ	এক্সপেরিমেন্ট
তেষ্টায়	রবৰমূর্তি	খাটিয়ার

ক. ———— বাড়ি, দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে।

খ. বরকে কি আপনি ———— বলেন?

গ. একটা লোক ———— জল জল করছে, তবু জল খেতে পায় না।

ঘ. পথিক ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ———— ওপর বসে পড়ল।

ঙ. নোংরা জলের ভিতর কী আছে তা ———— করে বলা যাবে।

চ. ———— লোকটিকে দেখলেই ভয় লাগে।

উত্তর : ক. গেরস্ত; **খ.** বরকন্দাজ; **গ.** তেষ্টায়; **ঘ.** খাটিয়ার; **ঙ.** এক্সপেরিমেন্ট; **চ.** রবরমূর্তি।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) 'বোবা জল' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বোবা জল বলতে 'ডিস্টিল ওয়াটার' বা 'পরিশ্রবত জল'কে বোঝায়। এ জলে কোনো রকম স্বাদ থাকে না বলে এর নাম 'বোবা জল'।

খ) 'জলাতঙ্ক' কাকে বলে? এই রোগ কেমন করে হয়?

উত্তর : 'জলাতঙ্ক' হলো এক ধরনের রোগ, যাতে আক্রান্ত হলে মানুষ জলের তৃষ্ণা পেলেও জল খেতে পারে না, বরং তা দেখলেই আতঙ্কিত হয়। ইংরেজিতে একে 'হাইড্রোফোবিয়া' বলে।

জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বহনকারী কোনো পশু মানুষকে কামড়ালে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়।

গ) জলের তেষ্টায় পথিকের মনের ও শরীরের অবস্থা কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জলের তেষ্টায় পথিকের মন খুবই অস্থির হয়ে পড়ে। একটুখানি পানি পাওয়ার জন্য সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। পথিকের শরীর পানির অভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। চুল হয়ে গিয়েছিল উসকো খুসকো। চেহারায় ছিল উদ্ভ্রান্ত ভাব।

ঘ) মনে কর এই পথিকের সঙ্গে তুমি কথা বলছ। তোমাদের দু–জনের কথপোকথন কেমন হতে পারে তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর : এই পথিকের সাথে আমার কথপোকথন যেমন হতে পারে তা নিচে তুলে ধরা হলো–

পথিক : এই যে ভাই, শুনছেন?

আমি : জ্বী বলুন, আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

পথিক : ঠিকই ধরেছেন। সকাল থেকে একটু জল খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেলাম। কেউ একটু জল দিল না।

আমি : আপনি কি খাবার জলের সন্ধান করছেন?

পথিক : হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলতে পারেন, কোথায় গেলে পাব!

আমি : আমার সঙ্গে আসুন। ঐ তো আমাদের বাড়ি। আমি আপনাকে জল এনে দিচ্ছি।

পথিক : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ঙ. পথিককে ঝুড়িওয়ালা কত রকম জলের কথা শুনিয়েছিল? নামগুলো লেখ।

উত্তর : পথিককে ঝুড়িওয়ালা পাঁচ রকম জলের কথা শুনিয়েছিল। নামগুলো হলো– ১. কুয়োর জল, ২. নদীর জল, ৩. পুকুরের জল, ৪. কলের জল এবং ৫. মামাবাড়ির জল।

চ. তুমি তোমার পাশের শিরার্থীর সাথে আলোচনা করে তোমাদের ইচ্ছেমতো একটি নাটিকা লেখ।

উত্তর : শিরকের সহযোগিতা নিয়ে বন্ধুর সাথে কথা বলে নিজেরা চেষ্টা কর।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. অবাক জলপান কোন ধরনের রচনা?

১. নাটিকা✓ ২. ছোটগল্প
৩. প্রবন্ধ ৪. উপন্যাস

খ. পথিক ঝুড়িওয়ালার কাছে কী চেয়েছিল?

১. কাঁচা আম ২. জল✓
৩. জলপাই ৪. পাঁকা আম

গ. কুকুরে কামড়ালে মামা কোন রোগের কথা বলেছিল?

১. ডিপথেরিয়া ২. আমাশয়
৩. জলাতঙ্ক✓ ৪. টাইফয়েড

ঘ. পথিক কয়জনের কাছে খাবার জল চেয়েছিল?

১. ৪ জন ২. ৩ জন✓
৩. ২ জন ৪. ৫ জন

ঙ. বৃদ্ধ পথিককে কয় ধরনের জলের কথা বলতে চেয়েছিল?

১. পঁচিশ✓ ২. ত্রিশ
৩. দশ ৪. সাতাশ

চ. পথিক শেষ পর্যন্ত কার কাছ থেকে খাবার জল পেয়েছিল?

১. বালক ২. মামা✓
৩. ঝুড়িওয়ালা ৪. বৃদ্ধ

ছ. নাটিকাটিতে বিজ্ঞানীর চরিত্রে কাকে দেখানো হয়েছে?

১. ঝুড়িওয়ালা ২. বৃদ্ধ
৩. বালক ৪. মামা✓

৬. কর্ম–অনুশীলন।

শিরকের সহায়তায় নাটিকাটি শ্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে অভিনয় করি।

উত্তর : প্রথমে নাটিকাটি ভালোভাবে পড়ে ও বুঝে নাও। এরপর শিরকের সহায়তা নিয়ে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা ঠিক করে নাও। সংলাপ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি ঠিকমতো উপস্থাপনের জন্য অনুশীলন কর। সবশেষে শ্রেণিতে অভিনয় করে দেখাও।

ঘাসফুল

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. কবিতার মূলভাব জেনে নিই।

ঘাসফুল যে কী আনন্দে বেঁচে আছে, জীবনকে উপভোগ করছে সে–কথাই এখানে তারা নিজেরা বলছে। ফুল ছিঁড়ে, পায়ের নিচে পিষে ফেলে মানুষ তাদের কষ্ট যেন না দেয়– সেই মিনতি তারা করছে। গাছে ফুল ফুটলে তা দেখে আনন্দ পাওয়া চাই। ফুল ছেঁড়ার অর্থ ফুলকে মেরে ফেলা। গাছের যেমন প্রাণ আছে, ফুলেরও তেমনই প্রাণ আছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দোলাই, কিরণ, ধরা, তারারা, ফোটে, স্নেহ–কণা, রূ পকথা।

উত্তর :

শব্দ		অর্থ
দোলাই	–	নাড়াই।
কিরণ	–	আলো।
ধরা	–	পৃথিবী।
তারারা	–	আকাশের তারকারাজি।
ফোটে	–	প্রস্ফুটিত হয়, ফুটে ওঠে।
স্নেহ–কণা	–	মমতার পরশ।
রূ পকথা	–	অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনী।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দোলায়	কিরণ	ধরার	তারারা
স্নেহ–কণা	রূ পকথার	ফোটে	

ক. ছোট ছোট ফুল হাওয়াতে ———— মাথা।
খ. সকালে সূর্যের ———— ততটা তীব্র হয় না।
গ. ———— বুকের স্নেহ–কণাগুলি ঘাস হয়ে ফুটে ওঠে।
ঘ. আঁধার আকাশে ———— মিটিমিটি করে চায়।
ঙ. ফুল গাছে ফুল ————।
চ. ———— বই পড়তে অনেক ভালো লাগে।
ছ. মা ———— দিয়ে আমাদের ভরে রাখেন।

উত্তর : ক. দোলায়; **খ.** কিরণ; **গ.** ধরার; **ঘ.** তারারা; **ঙ.** ফোটে; **চ.** রূ পকথার; **ছ.** স্নেহ–কণা।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক) হাওয়াতে কারা মাথা দোলাচ্ছে?

উত্তর : ঘাসফুলেরা হাওয়াতে মাথা দোলাচ্ছে।

খ) ঘাসফুল আমাদের কাছে কী মিনতি করছে? কেন করছে?

উত্তর : ঘাসফুলদের আমরা যেন ছিঁড়ে বা পায়ে দলে কষ্ট না দিই আমাদের কাছে ঘাসফুল এই মিনতি করেছে। গাছে ফুল ফুটলে তা গাছেই সুন্দর মানায়। তাই গাছ থেকে ফুল ছেঁড়া উচিত নয়। গাছে ফোটা ফুলের সৌন্দর্য দেখে আমরা যেন আনন্দ পাই আর ফুল বা ফুলগাছকে যেন কষ্ট না দিই সেই মিনতি করেছে ঘাসফুল।

গ) ঘাসফুল কার সাথে নিজেকে তুলনা করেছে? কীভাবে তুলনা করেছে?

উত্তর : ঘাসফুল নিজেকে ধরার বুকের স্নেহ-কণার লাল নীল সাদা হাসি হিসেবে তুলনা করেছে।

পৃথিবীর বুকে ঘাসেরা যেন স্নেহের ছোট ছোট বিন্দু হিসেবে বেড়ে ওঠে। সে ঘাসে যে রং–বেরঙের ফুল ফোটে, তাদের দেখে যেন মনে হয় ঘাসের মুখে লেগে থাকা লাল নীল সাদা হাসির ঝলকানি।

ঘ) ফুল মানুষকে কীভাবে আনন্দ দেয়?

উত্তর : ফুল প্রকৃতির এক বিস্ময়। এর সৌন্দর্য তুলনাহীন। ফুলের সুগন্ধে আমাদের মন ভরে যায়। ফুল তার সৌন্দর্য ও সুবাস দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়।

৫. কবিতার অংশটি ব্যাখ্যা করি।

মোরা তারই লাল নীল সাদা হাসি
রূ পকথা নীল আকাশের বাঁশি –
শুনি আর দুলি শান্ত বাতাসে
যখন তারারা ফোটে।

উত্তর :

উৎস : কবিতার অংশটুকু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র রচিত 'ঘাসফুল' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ঘাসফুলদের আনন্দময় জীবনের কথা বলা হয়েছে এখানে।

বিশেষণ : ঘাসফুলেরা আনন্দ করার মাধ্যমে জীবনকে উপভোগ করে। ঘাসের বুকে তারা লাল নীল সাদা হাসির

মতো আলো করে থাকে। রাতের আকাশে তারা ফুটলে ঘাসফুলেরা শান্ত বাতাসে দোলে, রূপকথা আর নীল আকাশের বাঁশি শোনে। এমনিভাবে ঘাসফুলেরা হাসি আনন্দে বেঁচে থাকে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও না দেখে লিখি।

উত্তর : কবির নামসহ কবিতাটি মুখস্থ করে শিবকের সহায়তা নিয়ে আবৃত্তি কর। বই বন্ধ করে না দেখে খাতায় লেখ।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক) আমার প্রিয় ফুল সম্পর্কে একটি রচনা লিখি।

ফুলের নাম :

ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা :

কোথায় হয় :

ব্যবহার :

কেন প্রিয় ফুল :

.....

.....

.....

.....

খ) পাঠ্য বইয়ের বাইরের কোনো কবিতা বা ছড়া পড়ে তা শ্রেণিতে আবৃত্তি করি।

উত্তর :

ক) 'প্রবন্ধ রচনা' অংশে দেখ।

খ) কোনো একটি কবিতা বা ছড়া বাছাই কর। এরপর শিবকের সহায়তায় তা শ্রেণিতে আবৃত্তি কর।

মাটির নিচে যে শহর

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

প্রত্নতাত্ত্বিক, উপত্যকা, জনপদ, প্রাচীনতম, অভিভূত, নিদর্শন, খ্রিষ্টপূর্ব, ঐতিহাসিক।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
প্রত্নতাত্ত্বিক	– 'প্রত্ন' শব্দের অর্থ অতি পুরাতন বা প্রাচীন। এই সম্পর্কিত যে তত্ত্ব তাকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব। তবে, প্রাচীনকালের জিনিসপত্র, মুদ্রা, অট্টালিকা ইত্যাদি বিচার করে এবং ইতিহাস খুঁজে যা বের করা হয় বা যেভাবে বের করা হয় তাকে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক।
উপত্যকা	– দুই উঁচু স্থান, পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানের সমতল ভূমি বা নিচু ভূমি অথবা পাহাড়-পর্বতের পাশের ভূমি।
জনপদ	– যেখানে অনেক জন–মানুষ এক সাথে বসবাস করেন, লোকালয়, শহর।
প্রাচীনতম	– প্রাচীন হলো পুরাতন বা বহুকাল আগের কিছু। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলে 'তম' যোগ করা হয়।
অভিভূত	– ভাবাবিষ্ট বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া।
নিদর্শন	– প্রমাণ, চিহ্ন বা উদাহরণ।
খ্রিষ্টপূর্ব	– যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পূর্বের বছর বোঝাতে বলা হয় খ্রিষ্টপূর্ব, আর তাঁর জন্মের পরের বছরগুলোকে বলা হয় খ্রিষ্টাব্দ।
ঐতিহাসিক	– যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন। ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য বা ইতিহাসভিত্তিক হলেও তাকে ঐতিহাসিক বলা হয়।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঐতিহাসিক	উপত্যকা	অভিভূত	নিদর্শন	প্রাচীনতম

ক. পাহাড়পুর আমাদের দেশে অতি ——— একটি বিহার।

খ. ক্রমে ক্রমে অনেক আশ্চর্য ——— পাওয়া যাচ্ছে উয়ারী–বটেশ্বরে।

গ. উয়ারী–বটেশ্বর বাংলাদেশের ——— নিদর্শন।

ঘ. পাহাড় ও পর্বতের মাঝে সমতল ভূমিকে বলে ———।

ঙ. আমি জাদুঘর দেখে ——— হয়ে গেলাম।

উত্তর : ক) প্রাচীনতম; **খ)** নিদর্শন; **গ)** ঐতিহাসিক; **ঘ)** উপত্যকা; **ঙ)** অভিভূত।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কী বোঝ? বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সম্পর্কে যা জান লেখ।

উত্তর : প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে আমরা বুঝি এমন একটি ঐতিহাসিক স্থানকে যেখান থেকে অনেক পুরাতন জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে উলেরখযোগ্য হলো– সোনারগাঁ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি ইত্যাদি।

সোনারগাঁ : সোনারগাঁ অবস্থান ঢাকা থেকে সাতাশ কিলোমিটার পূর্ব–দৰিণে নারায়ণগঞ্জ জেলায়। এটি মুঘল আমলের প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত কেলৰা, মসজিদ, পানাম নগরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি উলেরখযোগ্য।

পাহাড়পুর : রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় অবস্থিত। এখানে পাল বংশের রাজাদের সময়ের প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখানকার সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ পুরাকীর্তিটি সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত।

মহাস্থানগড় : এটি খ্রিষ্টপূর্ব চার শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়কালের বাংলার ইতিহাসের চিহ্ন বহন করে। এখানে প্রাচীন 'পুণ্ড্রনগর'–এর ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি বগুড়া শহর থেকে তেরো কি.মি. উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার মাটি খুঁড়ে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে।

ময়নামতি : কুমিলৰা শহর থেকে আট কি.মি. দৰিণ–পশ্চিমে এর অবস্থান। এখানে অনেকগুলো প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ স্থানগুলোতে মিলেছে বৌদ্ধ সভ্যতার অনেক নিদর্শন। হিন্দু ও জৈন ধর্মের অনেক দেব–দেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে।

খ) উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কীভাবে মানুষের নজরে এলো?

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় কিছু মুদ্রার সন্ধান পায়। স্থানীয় স্কুল শিৰক হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০–৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন।

পরবর্তীতে তাঁর ছেলে হাবিবুলৰাহ পাঠান এখান থেকে ত্রিকোণাকার ও একমুখ চোখা দুটি লৌহপিণ্ড, রৌপ্যমুদ্রা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। ১৯৭৪–৭৫ সালের পর থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের প্রচুর নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে জমা দেন।

২০০০ সালে অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে খননকাজ শুরব হয়। এ সময় নানা রকম মূল্যবান প্রত্নসম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং স্থানটি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে।

গ) উয়ারী–বটেশ্বর এলাকাটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? এই এলাকাটির প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পিছনে কী কারণ তা লেখ।

উত্তর : উয়ারী–বটেশ্বর এলাকাটি নরসিংদী জেলার বেলাব ও শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত। এ এলাকাটি মধুপুর গড় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

ভূমিকম্প, বন্যা-পরাবন, নদীভাঙন ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিতে সময়ের সাথে সাথে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাটিতেও একইভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে সুসভ্য এই নগর-জনপদটি কালের বিবর্তনে মাটিচাপা পড়ে হারিয়ে যায়। এভাবেই এটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

ঘ) ব্রহ্মপুত্র নদ আগে কোথা দিয়ে প্রবাহিত হতো আর এখন কোথায়?

উত্তর : ব্রহ্মপুত্র নদটি ১৭৭০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন সোনারগাঁ নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। পরবর্তীতে এর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে এটি নরসিংদী দিয়ে বয়ে চলেছে।

ঙ) কোন কোন নিদর্শন থেকে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল জানা যায়?

উত্তর : ১৯৩৩ সালে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননের সময় কিছু মুদ্রার সন্ধান পান। এ মুদ্রাগুলো ছিল বঙ্গাদেশের ও ভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা।

পরবর্তী সময়ে ২০০০ সালে উয়ারী-বটেশ্বরে খননকাজ শুরব হয়। এ সময় এখান থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোকে গবেষণা করে বিশেষজ্ঞদের ধারণা হয় যে মাটির নিচে থাকা এ স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো।

চ) উয়ারী–বটেশ্বর এলাকাটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যা ধারণা করেছেন তা বর্ণনা কর।

উত্তর : ঐতিহাসিকগণের ধারণা, উয়ারী–বটেশ্বরের মাটির নিচে থাকা স্থানটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো। ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে এই জনপদের ব্যবসায় বাণিজ্য চলত। দৰিণ–পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত 'উয়ারী–বটেশ্বর' রাজ্যের যোগাযোগ ছিল।

৪. বিশেষভাবে লৰ করি।

ছাপাঙ্কিত – ছাপ হলো দাগ বা চিহ্ন দেওয়া। কোনো কিছুর উপর ছাপ দিয়ে অঙ্কন করা। বাংলাদেশের মুদ্রার উপর শাপলা ফুল ছাপাঙ্কিত আছে। এখানে, দুটি শব্দ ছাপ + অঙ্কিত মিলে হয়েছে ছাপাঙ্কিত। এই রকম দুই শব্দের মিলন হলে তাকে বলে সন্ধি। যেমন, নীল + আকাশ = নীলাকাশ।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. উয়ারী–বটেশ্বরের প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে কে জমা দেন?

১. হাসিবুলরাহ পাঠান
২. হাফিজুলরাহ পাঠান
৩. হাবিবুলরাহ পাঠান✓
৪. শরিফুলরাহ পাঠান

খ. একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে–

১. ভাষানটেকে
২. জানখাঁরটেকে✓
৩. টেকেরহাটে
৪. টঙ্গীরটেকে

গ. কোন নদীপাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সুসভ্য মানুষজনের বসবাস?

১. বুড়িগঙ্গা ২. ব্রহ্মপুত্র
৩. শীতলব্যা✓ ৪. মেঘনা

ঘ. ব্রহ্মপুত্র নদ বয়ে গিয়েছে কোন অঞ্চলের পাশ দিয়ে?

১. মধুপুর ২. ময়নামতি
৩. পাহাড়পুর ৪. নরসিংদী✓

ঙ. এই সভ্যতা প্রাচীনকালে কী নামে বিশ্বজুড়ে পরিচিত ছিল?

১. রূ পাগড়া ২. মনগড়া
৩. সোনাগড়া✓ ৪. সোনাঝুরি

৬. কর্ম–অনুশীলন।

বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে রচনা লিখি।

উত্তর : ‘প্রবন্ধ রচনা’ অংশে দেখ।

প্রার্থনা

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. জেনে নিই।

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রেমময় ও সর্বশক্তিমান। কবি তাঁর কাছেই প্রার্থনা করছেন শক্তি ও সাহস। প্রার্থনা করছেন সরল, সঠিক ও পুণ্য পথে চলবার দিশা।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অনন্ত, অসীম, মহান, ভূলোক, যাচি, করুণাকামী, পুণ্য, পন্থা, অভিশাপ, পরিতাপ।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
অনন্ত	– যার শেষ নেই, অশেষ।
অসীম	– যার সীমা নেই, সীমাহীন।
মহান	– শ্রেষ্ঠ, মহৎ, উদার।
ভূলোক	– পৃথিবী, মর্ত্য।
যাচি	– প্রার্থনা করি।
করুণাকামী	– যে দয়া কামনা করে।
পুণ্য	– ভালো কাজ।
পন্থা	– পথ।
অভিশাপ	– অন্যের অনিষ্ট কামনা।
পরিতাপ	– দুঃখ, খেদ।

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অনন্ত	অসীম	মহান	পুণ্যের
পন্থায়	অভিশাপ	পরিতাপ	

ক. ঠিক ———— কাজটা করা উচিত।
খ. ———— আকাশ এবং পৃথিবী সমস্তই সৃষ্টিকর্তার দান।
গ. আমরা সবাই ———— সৃষ্টিকর্তার গুণগান করি।
ঘ. ভেবে কাজ করলে ———— করতে হয় না।
ঙ. পাখিরা ———— আকাশে উড়ে বেড়ায়।
চ. মানুষের উপকার করা ———— কাজ।
ছ. মহৎ ব্যক্তিরা কাউকেও ———— দেন না।

উত্তর : ক. পন্থায়; **খ.** অনন্ত; **গ.** মহান; **ঘ.** পরিতাপ; **ঙ.** অসীম; **চ.** পুণ্যের; **ছ.** অভিশাপ।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক) আমরা কার গুণগান করি এবং কার কাছে প্রার্থনা জানাই?

উত্তর : আমরা পরম করবণাময় সৃষ্টিকর্তার গুণগান করি এবং তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাই।

খ) 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি'– এই চরণ পড়ে আমরা কী বুঝি?

উত্তর : চরণটি পড়ে আমরা বুঝি সৃষ্টিকর্তার কোনো সীমা নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়াশীল।

গ) আমরা কেন সৃষ্টিকর্তার কাছে করবণা ও শক্তি প্রার্থনা করি?

উত্তর : সৃষ্টিকর্তার করবণাতেই আমাদের সৃষ্টি ও বেঁচে থাকা। আমাদের প্রতি তাঁর রয়েছে অসীম মমতা। তিনি সর্বশক্তিমান। তাই তাঁর কাছেই আমরা করবণা ও শক্তি প্রার্থনা করি।

ঘ) আমরা কোন পথে চলতে চাই না? কেন?

উত্তর : যে পথ ভ্রান্তিতে ভরপুর, আমরা সেই পথে চলতে চাই না। যে পথটি সৃষ্টিকর্তার পছন্দ নয় সেটি অভিশপ্ত ও ভুল পথ। সেই পথে চললে সৃষ্টিকর্তার সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব। তাই আমরা সে পথে চলতে চাই না।

ঙ) আমাদের জীবনের চলার পথ কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : আমাদের জীবনের চলার পথ হওয়া উচিত সরল ও সঠিক।

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

প্রার্থনা – আবেদন, মোনাজাত।

প্রেমময় – সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসেন। তাই তাঁকে প্রেমময় বলা হয়েছে।

অন্তর্যামী – সৃষ্টিকর্তা আমাদের মনের সব কথা জানেন। এ জন্য তাঁকে অন্তর্যামী বলা হয়েছে।

তোমারি সকাশে

যাচি হে শকতি – সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান। তাই তাঁর কাছে আমরা শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করি। ('শকতি' পড়তে হবে– শকোতি। শক্তি বা শোক্তি উচ্চারণ করলে ছন্দে ভুল হবে। সে জন্যই 'শক্তি' না লিখে 'শকতি' লেখা হয়েছে)।

৬. কবিতাটি মুখস্থ করি ও লিখি।

উত্তর : পাঠ্য বই থেকে কবির নামসহ কবিতাটি মুখস্থ কর। বই বন্ধ করে খাতায় লেখ।

৭. অভিশপ্ত ও ভ্রান্ত পথে চললে আমাদের কী কী ৰতি হতে পারে– তা বলি ও লিখি।

উত্তর : অভিশপ্ত ও ভ্রান্ত পথে চললে আমাদের যেসব ৰতি হতে পারে–

ক) সৃষ্টিকর্তা আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন।
খ) আমরা সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে পারি।
গ) পৃথিবীতে নানা রকম সমস্যার মুখোমুখি হতে পারি।
ঘ) সমাজের মানুষের কাছে ঘৃণ্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারি।
ঙ) পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে পারি।

৮. সৃষ্টিকর্তার নিকট আমার প্রার্থনা লিখে জানাই।

উত্তর : সৃষ্টিকর্তার নিকট আমার প্রার্থনা–

'হে পরম করবণাময় সৃষ্টিকর্তা, তুমি আমাকে সহজ, সরল ও পুণ্য পথে চালিত কর। আমি যেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে সবার মুখে হাসি ফোটাতে পারি। আমাকে একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবন দান কর। সৎ পথে চলে আমি যেন মানুষের উপকার করতে পারি। হে দয়াময়, আমাকে তুমি পাপের পথ থেকে দূরে রাখ। সুন্দর ভাবনায় আমার মন ভরিয়ে দাও'।

ভাবুক ছেলেটি

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থবলি।

পর্যবেৰণ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বিজয়স্তম্ভ, গিরিডি, কল্পকাহিনি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি, প্রবেশিকা, এফ এ।

উত্তর :

শব্দ	অর্থ
পর্যবেৰণ	– কোনো কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা।
পাণ্ডিত্যপূর্ণ	– জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ।

বিজয়স্তম্ভ	– কোনো কিছু জয় করার পর যে স্তম্ভ নির্মাণ করে বিজয় ঘোষণা করা হয়।
গিরিডি	– ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত, গিরিডি জেলার প্রধান শহর। ১৮৭২ সালের আগে স্থানটি হাজারিবাগ জেলার মধ্যে ছিল।
কল্পকাহিনি	– যে কাহিনি কল্পনা করে লেখা হয়।
বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি	– এক প্রকার কল্পকাহিনি, যা বিজ্ঞানকে প্রধান করে লেখা হয়।
প্রবেশিকা	– আজকের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীৰা। সেটি পাস করলে কলেজে প্রবেশ করা যেত, তাই নাম হয়েছিল প্রবেশিকা।
এফ এ	– আজকের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীৰা।

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বিজয়স্তম্ভ	কল্পকাহিনি	আবিষ্কার	কল্যাণ
পাণ্ডিত্যপূর্ণ	দুরন্ত	বিজ্ঞানের	বিস্ময়ে
বাড়িতে	অতিক্ষুদ্র	কর্তব্য	প্রাণী জীবনের

ক) তাঁর ——— বক্তৃতা শুনে তাঁকে অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

খ) দেশের ——— করার জন্যই তিনি নিজ দেশে ফিরে আসেন।

গ) জগদীশচন্দ্র বসুর আশ্চর্য সব ——— দেখে আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘ) জগদীশচন্দ্র বসুর প্রত্যেক আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি ———।

ঙ) জগদীশচন্দ্র বসুর 'নিরবদ্দেশের কাহিনী' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ———।

চ) ছেলেটি তেমন ——— নয়।

ছ) মেঘ ডেকে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে বাজ পড়লে অবাক ——— ভাবে।

জ) ওর পড়াশোনার শুরব ———।

ঝ) প্রেসিডেন্সি কলেজে ——— অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

ঞ) প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে ——— পালন করেন।

ট) তিনি দেখিয়েছিলেন যে, উদ্ভিদ ও ——— মধ্যে অনেক মিল আছে।

ঠ) তিনি ——— তরঙ্গসৃষ্টি আবিষ্কার করেন।

উত্তর : ক) পাণ্ডিত্যপূর্ণ; **খ)** কল্যাণ; **গ)** আবিষ্কার; **ঘ)** বিজয়স্তম্ভ ; **ঙ)** কল্পকাহিনি; **চ)** দুরন্ত; **ছ)** বিস্ময়ে; **জ)** বাড়িতেই; **ঝ)** পদার্থবিজ্ঞানের; **ঞ)** কর্তব্য; **ট)** প্রাণীর; **ঠ)** অতিক্ষুদ্র;

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি ও বলি।

ক) ভাবুক ছেলেটি আসলে কে ছিল?

উত্তর : ভাবুক ছেলেটি আসলে ছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

খ) সে ছোট বেলায় কী কী নিয়ে ভাবত?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু ছোটবেলায় গাছগাছালি নিয়ে গভীরভাবে ভাবত। গাছ ভেঙে গেলে বা তাদের কেটে ফেললে তারা ব্যথা পায় কি না এ প্রশ্ন ছিল ছেলেটির মনে। এছাড়া রোদ-বৃষ্টি, বাজ পড়ার কারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও তার ভাবনা ছিল।

গ) সে কবে, কোথা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীৰায় উত্তীর্ণ হয়েছিল?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীৰায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

ঘ) কখন থেকে তিনি 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু' হয়ে ওঠেন?

উত্তর : লন্ডন থেকে বিএসসি পাস করে জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এখানে বৈষম্য ও প্রাপ্য বেতন না দেওয়ার প্রতিবাদে দীর্ঘ তিন বছর তিনি বেতন না নিয়েই কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে চাকরিতে স্থায়ী করে ও তাঁর সকল বকেয়া পরিশোধ করে। তখন থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন 'বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু'।

ঙ) কোন সত্য প্রমাণ করে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন?

উত্তর : জগদীশচন্দ্র বসু সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন 'গাছেরও প্রাণ আছে'– এই সত্য প্রমাণ করে।

চ) তাঁর বক্তৃতার সফলতা সবচেয়ে বেশি ছিল কোন বিষয়ে?

উত্তর : প্রশ্নটি অধ্যায়–বহির্ভূত।

ছ) বিজ্ঞান শিৰা ও চর্চার ৰেত্রে তাঁর সফলতাকে কোন নামকরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর : বিজ্ঞান শিৰা ও চর্চার ৰেত্রে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সফলতাকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও ও নিউটনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

জ) 'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগে কী নাম ছিল? তাঁর কোন বইয়ে এটি ছাপা হয়?

উত্তর : 'পলাতক তুফান' নামে লেখাটির আগের নাম ছিল 'নিরবদ্দেশ কাহিনী'। লেখাটি স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' নামক বইয়ে ছাপা হয়।

ঝ) অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের দুই বছর পর তিনি 'জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন।

ঞ) 'তাঁর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ।'– এমন কথা কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?

উত্তর : 'তাঁর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ'– জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে এ কথা বলেছিলেন সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের কারণে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্য আদান প্রদান হয়। তাঁর আবিষ্কার সভ্যতার যুগান্তকারী

পরিবর্তন ঘটাতে সৰম হয়। তাই তাঁর আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন উক্ত কথা বলেছেন।

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক) কোন সত্যটি প্রমাণ করে জগদীশচন্দ্র বসু বেশি পরিচিতি লাভ করেন?

১. গাছের প্রাণ আছে✓
২. অতিৰুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করে
৩. মহাকাশে যোগাযোগের ৰেত্রে
৪. বেতার এবং টেলিভিশন আবিষ্কারের মাধ্যমে

খ) জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন?

১. বাংলা ২. পদার্থবিজ্ঞান✓
৩. ইংরেজি ৪. গণিত

গ) জগদীশচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

১. ময়মনসিংহ✓ ২. ঢাকা
৩. কুমিলৱা ৪. ফরিদপুর

ঘ) 'জগদীশচন্দ্র বসুর প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক একটি বিজয়স্তম্ভ' কথাটি কে বলেছিলেন?

১. বিজ্ঞানী অলিভার লজ
২. বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন
৩. বিজ্ঞানী আইনস্টাইন✓
৪. বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

৫. কথাগুলো বুঝে নিই।

শিৰার ধাপ পার – প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এই সব হলো শিৰার একটার পর একটা ধাপ।

বকেয়া পরিশোধ করে – কারো নিকট কোনো টাকা-পয়সা পাওনা থাকলে যদি সময়মতো দেওয়া না হয় তখন তা বকেয়া হয়ে যায়। পরে যদি আগের পাওনা দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাকে বলে বকেয়া পরিশোধ।

অন্যতম – বহুর মধ্যে এক হলে তাকে বলা হয় অন্যতম। কোনো কিছুকে বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য 'অন্যতম' শব্দটি ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের আদান-প্রদান – তথ্য বলতে আসল কথা বা সত্যকে বোঝাতো। কিন্তু আজকের দিনে লিখে, ছাপিয়ে অথবা বেতার-টেলিভিশন-ফোন-ইন্টারনেট দ্বারা যত রকম কিছু পাওয়া যায়, পাঠানো যায় তার সবই তথ্যের আদান-প্রদান।

নাইট উপাধি – নাইট উপাধি ব্রিটিশরাজের অত্যন্ত সম্মানজনক উপাধি। এঁদেরকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করতে হতো।

৬. কর্ম-অনুশীলন।

'বিজ্ঞান শিৰাই সভ্যতা বিনির্মাণের একমাত্র হাতিয়ার'– বিষয়টি নিয়ে শিৰকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।

উত্তর : শিৰকের সহায়তায় নিজেরা চেষ্টা কর।

৭. আমার জানা যেকোনো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে ২০টি বাক্য লিখি।

উত্তর : কুদরাত–এ–খুদা ১৯০০ সালের ১লা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের মাড়গ্রামে। তাঁর পিতা খোন্দকার আব্দুল মুকিদ এবং মাতা ফাসিহা খাতুন। ড. কুদরাত–এ–খুদার শিৰাজীবন শুরব হয় মাড়গ্রাম এম.ই. স্কুলে। পরবর্তীতে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন উডবার্ন এম.ই. স্কুলে। কলকাতা মাদ্রাসা থেকে তিনি ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর তিনি ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকেই তিনি ১৯২৫ সালে রসায়নে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এস.সি. পাস করেন। এরপর তিনি উচ্চশিৰার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড পাড়ি জমান। ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে শিৰক হিসাবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরব হয়। ড. কুদরাত–এ–খুদা স্টেরিও রসায়ন নিয়ে গবেষণা শুরব করেন। পরবর্তীতে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল বনৌষধি, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, পাট, লবণ, কাঠকয়লা, মৃত্তিকা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের ১৮টি আবিষ্কারের পেটেন্ট রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি পাটসংক্রান্ত। এর মধ্যে পাট ও পাটকাঠি থেকে রেয়ন, পাটকাঠি থেকে কাগজ এবং রস ও গুড় থেকে মল্ট ভিনেগার আবিষ্কার উলেৱখযোগ্য। দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত গবেষণামূলক পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রায় ১০২টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উলেৱখযোগ্য হলো– বিজ্ঞানের সরস কাহিনী, বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী, বিজ্ঞানের সূচনা, পরমাণু পরিচিতি ইত্যাদি। তিনি একুশে পদক ও স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ড. কুদরাত–এ–খুদা ১৯৭৭ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।